প্রথম আলো

তারিখ ... 1 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

বিভিন্ন স্থানে পাঠ্যবইয়ের সংকট

বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ সঙ্গে কিনতে হচ্ছে গাইডও

বিশাল বাংলা ডেস্ক ●

মাদারীপুরের শিবচর, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, মৌলভীবাজার সদর, জুড়ী, কুলাউড়া ও বড়লেখায় মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের সংকট চলছে। এসব স্থানে বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে বেশি দামে বই বিক্রি করার এবং শিক্ষার্থীদের বইয়ের সঙ্গে গাইড কিনতে বাধ্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

শিবচর (মাদারীপুর) : উপজেলার ৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বই সংকটে যথাযথভাবে ক্লাস করতে পারছে না। একই কারণে টিফিনের সময় বিদ্যালয়গুলো ছুটি হয়ে যাচ্ছে। যে কয়টি বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তাও গাইড বইসহ কিনতে হচ্ছে। এতে ২০ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। পাচ্চর উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ফারজানা বলে, 'দুই দিন আগে বইয়ের দোকান থেকে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বই গাইডসহ বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়েছি। অন্য বিষয়ের বই এখনো বাজারে আসেনি। গাইডসহ নিতে হয় বলে অনেক শিক্ষার্থী বই কিনতে পারেনি।' পাচ্চর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মতিয়ার রহমান বলেন, 'বই সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। আমরা টিফিনেই ছুটি দিয়ে দিচ্ছি।' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. গোলাম কবীর বলেন, কোনো ব্যবসায়ী বইয়ের সঙ্গে গাইড ক্রয়ে বাধ্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) : উপজেলার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে কয়েক দিন আগেও ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা, অঙ্ক ও ইংরেজি বই পাওয়া গেলেও এখন পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁচবিবি পাবলিক লাইব্রেরির মালিক শাহ আলম জানান, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের ৩০০ কপি বইয়ের চাহিদা দিয়ে পেয়েছি মাত্র ২৫ কপি। পাঁচবিবি এলবিপি সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তমিজ উদ্দিন সরকার জানান, বইয়ের সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুস সালাম জানান, সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রকাশকেরা সময়মতো বই সরবরাহ দিতে না পারায় সমস্যা হয়েছে।

মৌলভীবাজার : অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সংকটের মধ্যেও লাইব্রেরির মালিকেরা ক্রেতাদের বইয়ের সঙ্গে গাইড কিনতে বাধ্য করছে। বইয়ের নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দাম আদায়ের অভিযোগও পাওয়া গেছে। সদর উপজেলার শাহবন্দর এলাকার আকবর হোসেন জানান, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছয়টি বইয়ের সঠিক দাম ৩২৪ টাকা ৬৯ পয়সা। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে রাখা হয়েছে ৪০০ টাকা। দ্রুত পাঠ্যবই সরবরাহের দাবিতে শিশু-কিশোর মেলা মৌলভীবাজার জেলা শাখা গত বৃহস্পতিবার জেলা সদরের চৌমোহনা চত্বরে মানববন্ধন করেছে।

জুড়ী (মৌলভীবাজার) : কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভের সঙ্গে জানান, বাজারে প্রচুর গাইড পাওয়া গেলেও চাহিদামতো পাঠ্যবই মিলছে না। জুড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান জানান, তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের ৭০ শতাংশ এখনো নতুন বই কিনতে পারেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জুড়ী, কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলার ৭০টি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পাঠ্যবই কিনতে পারেনি। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মজিদ বলেন, 'কেউ লিখিতভাবে অভিযোগ করলে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।'

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের বই ব্যবসায়ীরা পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ক্রেতাদের নোট বই কিনতে বাধ্য করছেন বলে অভিযোগ ওঠেছে। হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার আন্দানারায়ণপুর গ্রামের সোয়েব আলী জানান, গত বৃহস্পতিবার তিনি শহরের আনোয়ার লাইব্রেরিতে তাঁর ছোট ভাইয়ের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীর বই কিনতে গেলে তাঁর কাছে নোট বই ছাড়া বই বিক্রয় করা হয়নি। হবিগঞ্জ শাহজালাল লাইব্রেরির মালিক হিমাংশু সাহা বলেন, নোট ব্যবসায়ীদের কাছে বই বিক্রেতারা জিম্মি। হবিগঞ্জ আনোয়ার লাইব্রেরির মালিক মো. মুসলিম উদ্দিন ক্রেতাদের নোট বই কিনতে বাধ্য করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।